দৈনিক খবর

তারিখ 18 NOV 1993
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১

২১৭

একটি প্রশ্ন

এরপরও তিনি কিভাবে চাকরিতে বহাল আছেন?

● শেখ আনসার আলী ● খুলনা ঃ আলিয়াতির মাধ্যমে যশোর শিক্ষা বোর্ড থেকে জনৈকা ছাত্রীর ভূয়া নিবন্ধন করার সাথে জড়িত থাকার সুনির্দিষ্ট অভিযোগে সহকারী শিক্ষক মোস্তফা জাহিদ হোসেনকে বেতন ভাতা বন্ধসহ চাকরি থেকে অপসারণের নির্দেশ দিলেও এক অজ্ঞাত কারণে তা দীর্ঘ এক মাসেও কার্যকর করা হয়নি। বোর্ডের এ নির্দেশের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলী দেখিয়ে তিনি আজও বহাল তবিয়তে চাকরি করে যাচ্ছেন।

যশোর শিক্ষা বোর্ডের বিদ্যালয় পরিদর্শকের স্বাক্ষরিত স্মারক সংখ্যা বিঅ/২৮/৩৪৮৬ তাং ২১/১০/৯৩ নির্দেশপত্র সূত্রে জানা গেছে, খুলনাস্থ সবুরুন্নেছা বালিকা বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মোস্তফা জাহিদ হোসেন গত ৩/১০/৯৩ তারিখে বোর্ডের সাধারণ সহকারী মোঃ রবিউল ইসলামের সহযোগিতায় মৌসুমী বাছাড়, পিতা বিজন কুমার বাছাড়–এর নামে একখানা ভূয়া নিবন্ধন তৈরী করে যাতে বিদ্যালয়ের নাম, নিবন্ধন সংখ্যা ও অফিসারের স্বাক্ষর নেই। তবে বোর্ডের গোল সীল ও বিদ্যালয় পরিদর্শকের নামের সীল দেয়া আছে। কিন্তু এই ভূয়া নিবন্ধনটি নিয়ে অফিস থেকে যাওয়ার প্রাক্কালে অফিস কর্মচারীর হাতে ধরা পড়লে উক্ত শিক্ষক তার অপকর্মের কথা স্বীকার করেন।

সূত্রে বলা হয়েছে, এ অভিযোগে উক্ত রবিউলকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে এবং শিক্ষকের বেতনভাতা বন্ধসহ তাকে চাকরি থেকে অপসারণ করে তা বোর্ডের অনুমোদনের নিমিত্তে প্রেরণের নির্দেশ দিলেও তা আজও

শেষ পৃষ্ঠায় ৬ষ্ঠ কলামে

এরপরও তিনি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

কার্যকর হয়নি।

এ ব্যাপারে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের একটি সূত্রে জানা গেছে, তিনি এখনও চাকরিরতআছেন।